তারিখ ... ৪/৯/৯১
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

দৈনিক খবর

০৪

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পরীক্ষার ফল

কাকতালীয় হলেও সত্য। গত সোমবার ঢাকার একটি দৈনিকে একই বিষয়ে দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে দু'জন ছাত্রের। একজন ১৯৯০ সালের বিএ পরীক্ষার্থী ছিল। তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে। অপর জন ১৯৯১ সালের পরীক্ষার্থী। তার পরীক্ষার তারিখ পাল্টাতে পাল্টাতে পরীক্ষার সর্বশেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৪ঠা ডিসেম্বর।

প্রথম জনের পরীক্ষা ৬ মাস আগে শেষ হলেও তার পরীক্ষার ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। একটি দৈনিকে প্রকাশিত চিঠিতে এই ছাত্রের একটি স্বীকারোক্তি আছে। এই ছাত্রের বক্তব্য হচ্ছে—সে খুব মেধাবী ছাত্র নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সে খুব নিশ্চিত নয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তার পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে হতে পারে। তাই তার আবেদন হচ্ছে অবিলম্বে বিএ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হোক। জরুরী ভিত্তিতে বিএ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা না হলে অকৃতকার্য ছাত্রদের অসুবিধা হবে। কারণ ইতিমধ্যে পরবর্তী পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়েছে। পরীক্ষার ফরম পূরণ পর্বও শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলে অকৃতকার্য ছাত্রদের ফরম পূরণ নিয়ে ঝামেলা দেখা দেবে। তারা পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবারও সুযোগ পাবে না।

অপরদিকে ১৯৯১ সালের বি এ পরীক্ষার্থীর আবেদন হচ্ছে অবিলম্বে বিএ পরীক্ষার কর্মসূচী ঘোষণা করা হোক। তার ভয় হচ্ছে হয়ত পরীক্ষার তারিখ আবার পিছিয়ে যাবে। নতুন করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে আবার অসুবিধা দেখা দেবে।

এ ধরনের চিঠি প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে খুব একটা কাজ হয় বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ লাখ লাখ ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে প্রকাশ করতে পারলেও, কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করতে পারেন না তা আমাদের বোধগম্য নয়। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। কিন্তু তাতে পরীক্ষার খাতা দেখার অসুবিধা হবার কথা নয়। উপরন্তু আমাদের ধারণা যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি এ ধরনের বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষকরা প্রচুর অবসর পান। এবং সেই কারণেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ নির্ধারিত তারিখের আগেই হওয়া সম্ভব।

13